# গেটস নয়, শৃঙ্খলই মুখ্য

রিচার্ড স্টলম্যান

*বিল গেটসের অবসরগ্রহণের ঘটনার প্রতি নজর দিতে গিয়ে একটি বিষয় হারিয়ে গেছে। গেটস বা মাইক্রোসফট কিন্তু ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতোটা গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোসফট ও অন্যান্য সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর গড়ে তোলা অনৈতিক ব্যবস্থা যা তারা তাদের গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।*

প্রিয় পাঠক, ওপরের কথাগুলো আপনাকে বিস্মিত করতে পারে। কেননা কম্পিউটারে আগ্রহী বেশিরভাগ মানুষেরই মাইক্রোসফটের প্রতি তীব্র আকর্ষন রয়েছে। ব্যবসায়ী ও তদীয় রাজনৈতিক নেতারা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের ওপর এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলায় মাইক্রোসফটের সাফল্যের স্তুতি গাইতে পছন্দ করে।

কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন অনেকে মাইক্রোসফটকে এমন অনেক উদ্ভাবনের জন্য বাহবা দেয় যা তারা করেনি। যেমন কম্পিউটারের চিপস বা কার্যকরী গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেজ।
গরীবদেশের স্বাস্থ্য সেবায় গেটসের পরিত্রাতার ভূমিকা অনেক লোকের ভাল মনোভাব জয় করেছে। তবে, লস এঞ্জেলস টাইম পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তার ফাউন্ডেশন সম্পদের ৫-১০ শতাংশ এ কাজে খরচ করে আর বাকী টাকা বিনিয়োগ করে। মাঝে মধ্যে এমন সব কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হয় যাদের বিরুদ্ধে ঐসব গরীব দেশের পরিবেশের বারোটা বাজানোর অভিযোগ রয়েছে।
অনেক কম্পিউটারবিদ গেটস ও মাইক্রোসফটকে বিশেষ অপছন্দই করে। তাদের যথেষ্ট যুক্তি আছে।

**'অনুরোধের তহবিল'**

মাইক্রোসফট সবসময় অ-প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে গেছে এবং তিন তিনবার দোষী সাব্যস্থ হয়েছে। জর্জ ডবিউ বুশ তার ২০০০ সালের নির্বাচনের সময় মাইক্রোসফটের সদর দপ্তরে আমন্ত্রিত হয়েছেন তহবিলের জন্য অনুরোধ করেছেন। বুশ দ্বিতীয় দফা মার্কিন দোষী সাব্যস্থ অবস্থা থেকে মাইক্রোসফটকে বাচিয়ে দিয়েছিলেন।
অনেক ব্যবহারকারী **'মাইক্রোসফট কর'**কে ঘৃণা করেন। ***মাইক্রোসফট কর*** হলো খুচরা বিক্রিতাদের সঙ্গে মাইক্রোসফটে চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ  যা উইন্ডোজ ব্যবহার না করলেও দিতে হয়। অনেক দেশে ঐ অর্থ ফেরৎ পাওয়া যায় বটে, তবে প্রক্রিয়াটা 'দূরুহ'।
এছাড়া আছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার নিজের ফাইল দেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা যা ডিজিটাল রেস্ট্রিকশন ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত। ব্যবহারকারীর ওপর এইরূপ নানা ধরণের নিষধাজ্ঞা মনে হয় ভিসতার একটি বাড়তিগুণ!

**'বিনামূল্যের অসামঞ্জস্যতা'**

তারপর রয়েছ অন্যান্য সফটওয়্যারের সঙ্গে বিনামূল্যের অসামঞ্জস্যতা ও বাঁধা। এই কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মাইক্রোসফটকে ইন্টারফেজের স্পেসিফিকেশন প্রকাশে বাধ্য করেছে।
এ বছরে মাইক্রোসফটে আইএসওতে নিজেদের বাস্তবায়ন অসাধ্য আদর্শ কেনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজে ও সমর্থক গোষ্ঠীদের ব্যবহার করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন তা তদন্ত করে দেখছে।

এই সবই অসহনীয়, তবে, আবশ্যিকভাবে এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই হলো আরো গভীরে প্রোথিত একটি খারাপ বিষয়ের অনুসঙ্গ মাত্রঃ  স্বত্ত্বাধিকারী সফটওয়্যার।
মাইক্রোসফট সফটওয়্যার এমন এক লাইসেন্সের মাধ্যমে বিতরণ করা হয় যা ব্যবহারকারীকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় করে ফেলে। ব্যবহারকারীরা পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কারণ তারা তা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করেত পারেন না। আর তারা অসহায় কেননা প্রোগ্রামাররা এ প্রোগ্রামটি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় সোর্সকোড পায় না। যদি আপনি একজন প্রোগ্রামার হোন এবং আপনি নিজের জন্য বা অন্যের জন্য সফটওয়্যারটি পরিবর্তন করতে চান তাহলে আপনি তা করতে পারবেন না।

যদি আপনি ব্যবসায়ী হোন এবং আপনি আপনার ব্যবসা উপযোগী করে সফটওয়্যারটি পরিবর্তণ করানোর জন্য কোন প্রোগ্রামারকে টাকাও দেন, তাও সে তা করতে পারবে না। আর সৎপ্রতিবেশী হিসাবে আপনি যদি সফটওয়্যারটি কপি করে আপনার বন্ধুকে দেন, তাহলে ওরা আপনাকে বলবে “তস্কর”।

**‘অনৈতিক ব্যবস্থা’**

মাইক্রোসফট আমাদের বিশ্বাস করিয়েছে যে, প্রতিবেশীকে সহায়তা করা আর একটি জাহাজকে আক্রমণ করা নৈতিকভাবে সমান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি মাইক্রোসফট নিরলসভাবে করে গেছে তাহল এ অনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যাওয়া। সফটওয়্যার বিনিময় না করার আহবান সম্বলিত মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে লেখা তার খোলা চিঠির মাধ্যমে গেটস ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। এই চিঠির সার হলোঃ “তোমরা আমাকে যদি তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় রাখতে না দাও তাহলে আমি আর সফটওয়্যার লিখবো না। আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো অথবা মরো ”।

**‘পরিবর্তিত ব্যবস্থা’**

গেটস কিন্তু স্বত্ত্বাধিকারী সফটওয়্যারের উদ্ভাবক নন। আরো হাজার হাজার কোম্পানি এই কাজটি করছে। যেই করুক না কেন, এটা ভুল।
মাইক্রোসফট, এডোবে, এপল, এবং অন্যরা আপনার কাছে সেই সফটওয়্যারটি বেচতে চায় যা আপনার উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কোন কোম্পানী বা তার নির্বাহীর পরিবর্তন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা যা চাই তা হলো এ ব্যবস্থার পরিবর্তন।
মুক্ত সফটওয়্যবর আন্দোলন হলো এই পরিবর্তনের ধারক। আমরা ঋজউঊ ব্যবহার কবি ভৎববফড়স শব্দের দ্যোতক হিসাবে।
আমরা এমন সফটওয়্যবর লিখি ও প্রকাশ করি যা ব্যবহারকারী স্বাধীনভাবে বিনিময় ও পরিবর্তন করতে পারে।
আমাদের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন কাজের জন্য নানা রকমের মুক্ত সফটওয়্যার প্রকাশ করা। যাতে সফটওয়্যার পাওয়ার জন্য কাউকে আত্মা বিকিয়ে দিতে না হয়।
আমরা এই কাজটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে করি। আমাদের কেউ কেউ বেতনভোগী, বেশিরভাগ সেচ্ছাসেবী। আমাদের এখনই মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে, জিএনইউ/লিনাক্স এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮৪ সালে আমি যখন মুক্ত সফটওয়্যার আন্দোলনের সূচনা করি তখন আমি গেটসের চিঠি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। তবে, অন্য অনেকের কাছে আমি অনুরূপ দাবীর কথা শুনেছি। আমার জবাব ছিল --“তোমার সফটওয়্যার যদি আমাদের বিভক্ত ও অসহায় করে রাখে তাহলে ঔগুলো লেখার দরকার নেই। সেগুলান ছাড়াই আমরা ভালো থাকবো। আমরা আমাদের কম্পিউটার ব্যবহারের নতুন তরিকা বের করে নেবো এবং আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবো”।
১৯৯২ সালে লিনাক্স কার্নেলের আবির্ভাবের মাধ্যমে জিএনইউ অপারেটিং সিস্টেম যখন সম্পূর্ণ হলো তখন সেটি ব্যবহারের জন্য মোটামুটি কম্পিউটারের জাদুগর হতে হতো। কিন্তু আজ এটি ব্যবহারকারীদের কাছে বন্ধুসুলভ। স্পেন বা ভারতের অংশবিশেষ এলাকায় এটি স্কুলগুলোতে আদর্শ। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এটা ব্যবহার করছে। আপনিও তা ব্যবহার করতে পারেন।

গেটস হয়তো চলে গেছে, কিন্তু স্বত্ত্বাধিকারী সফটওয়্যার নামক কারাগারের শৃঙ্খল এখনো রয়ে গেছে।

এই শৃঙ্খল ভাঙ্গার কাজটি আমাদেরই করতে হবে।

অনুবাদ - মুনির হাসান

*রিচার্ড স্টলম্যান ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। মূল লেখাটি ক্রিয়েটিভ কমন্স ৩.০ এট্রিবিউট এবং অনুবাদটি সৃজনী সাধারণ লাইসেন্সের আওতায় প্রকাশিত। যে কেহ এটি কপি করে পুনঃবিতরণ করতে পারবে।*